ঝিনাইদহে পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে থেকে ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনে থেকে ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ফল ব্যবসায়ী নিশান হোসেন জানান, প্রতিদিনের মত শনিবার সকালে পুরাতন ডিসি কোর্টের সামনের অস্থায়ী ফলের দোকান খুলছিলেন তিনি। দোকান খোলার সময় তিনি সেখানে ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো ককটেল সদৃশ্য দুটি বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশ খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সেগুলো উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই সুশান্ত কর্মকার বলেন, ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীতে বিএনপির সমাবেশ স্থলের কাছে ৩টি টাইম বোমা বিষ্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে তিনটি টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

রোববার বিকেল ৩টার দিকে গাংনী বাজারে হাসানের চায়ের দোকানের পাশে দুটি এবং বাঁশবাড়িয়া আনসার-ভিডিপি ক্লাবের ওপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গাংনী বাজারের বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়। আর বাঁশবাড়িয়ার বিস্ফোরণস্থলের পাশেই বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন জানান, আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি রয়েছে। এ কারণে কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে দুটি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিএনপির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাদের ধারণা, বিস্ফোরণস্থলের একটি গাছের মধ্যে টাইম বোমা রাখা হয়েছিল।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা বিএনপি কার্যালয়েই বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি দুটি টিনের টুকরা ও ব্যাটারি পড়ে রয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে, তা দ্রুত শনাক্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা শিমুল কুমার দাস বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের আলামত উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি।

গাংনীতে ভোট কেন্দ্রের পাশ থেকে ককটেল সাদৃশ্য বস্তু

উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীর একটি ভোটকেন্দ্রের পাশ থেকে ককটেল সদৃশ্য একটি সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।কেন্দ্রটিতে মেহেরপুর ৭৪/২ সংসদীয় আসনের ভোটগ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে ভোটকেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে ঈদগাহ মাঠের গ্রিলের সঙ্গে ঝুলানো একটি লাল শপিং ব্যাগে রাখা সন্দেহজনক বস্তুটি দেখতে পান স্থানীয়রা। ব্যাগটির ভেতরে তুলার মধ্যে কালো স্কচটেপে মোড়ানো বস্তুটি দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানায় খবর দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন আলী বলেন, সকালে ঈদগাহের গ্রিলের সঙ্গে ঝোলানো লাল শপিং ব্যাগে স্কচটেপে মোড়ানো ককটেল সদৃশ বস্তুটি নজরে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বালতির পানিতে ডুবিয়ে নিরাপদভাবে বস্তুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মঙ্গলবার রাতের কোনো এক সময় বস্তুটি সেখানে রাখা হয়।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মুজিবনগরে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের পাশ থেকে ককটেল

সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের মাত্র ৩৫ গজ পাশে থেকে লাল টেপে মোড়ানো ককটেল সাদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কালিতলা মোড় এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিতলা মোড় সংলগ্ন আকবার আলীর বাড়ির প্রাচিরের পাশে একটি সন্দেহভাজন বস্তু পড়ে দেখে স্থানীয়রা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার জন্য থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, ‘খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকৃত বস্তুটি স্থানটি স্থানীয় বিএনপি কার্যালয় থেকে মাত্র ৩৫ গজ দূরে হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিকাশ দোকানে ছিনতাই, দোকান মালিক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি বিকাশ দোকানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ছিনতাইকারীদের

হামলায় দোকান মালিক নাহিদ হাসান আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত নাহিদ হাসান তেরোঘরিয়া গ্রামের বেগা শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের মোবাইল টাওয়ারসংলগ্ন এলাকায় নাহিদ হাসানের ‘এমএস টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স’ নামের একটি বিকাশ ও ইলেকট্রনিক্স দোকান রয়েছে। রাত ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করার সময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকানে ঢুকে নাহিদ হাসানকে ভয়ভীতি দেখায়।

একপর্যায়ে দোকানের বেচাকেনার নগদ ও বিকাশ লেনদেনের প্রায় দুই লাখ টাকা তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

দোকান মালিক বাধা দিতে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে রামদা দিয়ে আঘাত করে। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

আহত নাহিদ হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো রাতে দোকান বন্ধ করছিলেন তিনি। এসময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র হাতে তার ওপর হামলা চালায়। প্রতিরোধ করতে গেলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, এতে তার হাতে আঘাত লাগে। পরে তিনি স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ছিনতাইকারীদের ছোড়া ককটেলের আঘাতে বিকাশ দোকান মালিক আহত হয়েছেন। তার কাছ থেকে নগদ দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

গাংনী-ধানখোলা সড়কে ককটেল ফাটিয়ে আবারও গণডাকাতি

এক মাসের ব্যবধানে গাংনী থানা থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে তিনটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে আবারও গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করেছে ডাকাতদল।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির কাছে হারেজ মোড়ে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের কাছে হাতবোমা ও দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রায় ২০ জন পথচারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।

ভুক্তভোগী ইয়াসির আরাফাত আলীর কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা, আব্দুল হালিমের কাছ থেকে ৬০০ টাকা, শাহজামাল আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, রেজিয়া খাতুনের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, মিন্টু হোসেনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা, মহব্বত আলীর কাছ থেকে ২২শ টাকা, মিন্টু আলীর কাছ থেকে পৌনে ১০ হাজার টাকা, কুরসিয়া খাতুনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও অর্থ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা, মহিষাখোলা ও আড়পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, ৭-৮ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা পথচলতি অন্তত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থল

পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, “এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এদিকে, এমন ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত পুলিশি টহল জোরদার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী জোর দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূর্বেও একই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর পুড়াপাড়া-জুগিন্দা রাস্তাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

এভাবে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় জনমনে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী থানা পুলিশের ডিএসবি (বিশেষ শাখা) শাখার অধিকাংশ সহকারী উপপরিদর্শক ও কনস্টেবলরা তাদের মূল দায়িত্ব ফেলে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে দেন-দরবার ও আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সময় কাটান। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন ডিএসবি শাখায় কর্মরত এই কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা।

বিষয়টি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা বিশেষ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

কালীগঞ্জে ১৬ পিচ ককটেলসহ বিএনপি কর্মী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার পীর গোপালপুর গ্রাম থেকে ১৬ পিচ ককটেলসহ রাজ্জাক মোল্লা নামের এক বিএনপি কর্মীকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল সোমবার রাতে ৩ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা ওই গ্রামের আবসার আলী মোল্লার ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে জামাল ইউনিয়নের পীর গোপালপুর গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। সেসময় রাজ্জাক মোল্লার বাড়ি থেকে ১৬ টি ককটেল ও ককটেল তৈরীর উপকরণ জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, আটককৃত রাজ্জাক মোল্লা কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আবু তাহেরের পিতা এবং বিএনপির একজন কর্মী। তবে তার কাছ থেকে যে ককটেল পাওয়া গেছে এর দায়ভার সংগঠন নেবে না।

মেহেরপুরে দোকানের তালার সাথে ককটেল মোড়ানো ব্যাগ

দোকানের সার্টারের তালার সাথে বাজার করা ব্যাগের মধ্যে দুটি ককটেল রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। পরে সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে ককটেল দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ফরজ আলীর দোকানের সার্টারের তালার সাথে ককটেল দুটি রাখার ঘটনা ঘটে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকালের দিকে ফরজ আলী তার দোকানে এসে ব্যাগের মধ্যে ককটেল দুটি দেখে স্থানীয় ইউপি সদস্য বিপ্লব হোসেনকে খবর দেন। ইউপি মেম্বর বিপ্লব হোসেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল দুটি দেখে পুলিশকে খবর দেন।

পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তুু দুটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি সিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কি কারনে ককটেল তুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে রেখেছে এখনো তা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ

দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযানে ৭টি ককটেল সহ ৫জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা করার চেষ্টাকালে ৭টা ককটেল বোমা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ফুটবল মাঠ থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার শওকত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম টুটুল (৩৮), মুন্সিপুর গ্রামের কুতুবউদ্দিন এর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩৮), পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ মন্ডলের ছেলে আব্দুল হান্নান (৫৫), বিষ্ণুপুর গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে মজিবুল হক (৫২), জয়রামপুর বাগান পাড়ার মৃত আইজ উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল মালেক (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সোয়াদ বিন মোবারক, এসআই মিজানুর রহমান, এসআই আসাদুজ্জামান, এসআই মনজুরুল হক, এসআই তাপস কুমার রায়, এএসআই দিরাজ আলী, এএসআই শেখ আবু হানিফ, এএসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, এএসআই আলমগীরসহ সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কিছু দুষ্কৃতকারী সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করার লক্ষে তাহাদের হেফাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য বোমা রাখিয়া জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৭টি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাসের লাটিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যাই। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ

বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।